

# নারীর প্রতি আক্রমণ ও প্রতিরোধ

• আনোয়ারা আজাদ



বাঁ-চাও বাঁ-চাও!  
কে কোথায়  
আছ!  
ছোটবেলায়  
যে সিনেমাগুলো  
দেখেছি প্রায়  
প্রতিটাতেই

নায়িকাকে এভাবে চিৎকার করতে দেখেছি ভিলেন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে। নায়কও সবসময় রেডি নায়িকাকে উদ্ধার করার জন্য! এই দৃশ্যটাতে এসে আমি খুব অবাক হতাম। কি করে সম্ভব! নায়ক কি সব সময় নায়িকার আশপাশেই ঘুরঘুর করে! ভালোই তো। এরকম একজন প্রেমিক থাকলে মন্দ কী!

একটু যখন বড় হলাম পেছনে ঘুরঘুর করা পাটকাঠির মতো ছেলেগুলোকে দেখে প্রথমেই মাথায় এলো, হায় আল্লাহ, এ তো ভিলেনের একটা চড় খেয়েই বেহুশ হয়ে যাবে। উদ্ধার করা তো দূরে থাক। একে তো আমারই উদ্ধার করতে হবে! ব্যস। সত্যি বলছি শুরু হলো প্র্যাকটিস-টিসুম টিসুম। সামনে যাকেই দেখি তাকেই একটা টিসুম করে লাগাতে ইচ্ছে করত। প্র্যাকটিস হিসেবে। প্র্যাকটিসটা একেবারে যে কাজে লাগেনি, তা কিন্তু নয়। কাজে লেগেছিল। সেটা সিক্রেট! সব কথা বলতে নেই!

এখনকার ছবিগুলোতে অবশ্য দেখিয়ে থাকে নায়িকাও হাত লাগাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও বলে আর চিৎকার করছে না। আশা করি আর করবেও না। তবে সবাই নয়। সবাই হতে সময় লাগবে। আসলে শুধু নায়িকা কিংবা নারী বলে নয়, সব দুর্বলদের প্রতিই সবলদের একটা আক্রমণাত্মক ভাব থাকেই। বিশ্বরাজনীতিতে অলরেডি আমরা এসব প্রত্যক্ষ করছি। সেটা যেখানে-যেভাবে ব্যবহার করা যায়। যাই হোক, আক্রমণের শিকার নারীরাই বেশি হয়ে থাকে বলার অপেক্ষা থাকে না। কারণগুলো কম বেশি সবাই জানি। তবে কারণ যাই হোক না কেন এখন পেছন ফিরে তাকানোর সময় আর নেই, যা কিছু করতে হবে দ্রুত করতে হবে। সময় এমনিতেই অনেক নষ্ট হয়েছে। বহু নারী আক্রমণের শিকার হয়ে হয় জীবন দিয়েছে, নয়তো শরীরে ছুড়ে দেয়া অ্যাসিডের চিহ্ন নিয়ে নিজেকে আড়াল করে অসহনীয় জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে নতুবা লজ্জায় হীনম্মন্যতায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সমাজ থেকে এক রকম বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর কত?

এসব আর চলতে দেয়া যাবে না। সময় এসেছে এখন রুখে দাঁড়াবার। নারী এখন তার মেধার বিকাশ ঘটিয়ে প্রমাণ করে চলেছে সে দুর্বল নয়, কোনোভাবেই তাকে দুর্বল ভাবার অবকাশ নেই। এতদিন বেশ কিছু বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে নারীর মানসিক দৃঢ়তাকে ভঙ্গুর করে রাখা হয়েছিল। অবলা-টবলা-কবলা এই জাতীয়। এখন, নো অবলা। এসব শব্দ শনতে নারীদের বয়েই গেছে! নারীরা এখন বুঝে গেছে কতটা শক্তি তাদের ভেতর জমা হয়ে আছে। এখন প্রয়োজন শুধু তার সঠিক ব্যবহার! কাজে লাগাতে হবে এই শক্তি। যদিও অনেকেই দ্বিধাম্বিত এখনো। কি করি- কি করি, এই শক্তি ব্যবহার করা উচিত, না করা উচিত নয়, কোনটা! ওরা



ছেলেবন্ধু, প্রেমিক  
কিংবা আশপাশের ছেলেরা  
যেন সবাই জানতে পারে  
যে এই মেয়েটি দুর্বল নয়।  
আঘাত করলে প্রতিহত  
করার মতো ওর মনোবল  
ও শক্তি দুটোই আছে।  
মেধা তো আছেই

ভাবতে থাকুক কি বলেন। আমরা প্রস্তুত করি নিজেদের।

সিনেমায় চীনা মেয়েদের দেখে খুবই আকৃষ্ট হই। দেখতে পুতুল পুতুল, কিন্তু যেই না কেউ হাত পা কিংবা মুখ নাড়ানোর চেষ্টা করেছে অমনি প্ৰিন্সিংয়ের মতো লাফিয়ে কোঁত করে পেটে লাথি! বান্দা পেট চেপে দৌড়। মেয়েগুলো যেন বাতাসে আক্রমণের ঝাণ্ডা পায়। আমাদের এখানেও ঘরে ঘরে মেয়েদের এভাবেই প্রস্তুতি নেয়ার সময় এসে গেছে। জিমে গিয়ে কিছু কোর্স কমপ্লিট করে চলে এলেই হবে না, প্রয়োগ করতে হবে। বান্ধবীদের, আত্মীয়-স্বজনদের উৎসাহী করতে হবে। সবার আগে মনের জোর বাড়াতে হবে। নিজের অ্যাটিচুডটাকে স্ট্রং করতে হবে। নরম চেহারায় তুলো হয়ে

কথা বলা একদম পরিহার করতে হবে। যার সঙ্গে কথা বলছেন সে যেন দু'চার কথা বলার পরই আপনার স্ট্রং মেন্টাল স্ট্যাটাসের পরিচয় পেয়ে যায়। এটা অত্যন্ত জরুরি। নরম মনের পরিচয় গেলেই মানুষ অহেতুক বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে দেখতে চায় বাজে কিনা! বাজলে তো হয়েই গেল। একটু বাজিয়েই দেখি না কী হয়!

এখন এত মিডিয়া কিন্তু টিজ করছে এমন অবস্থায় কোনো ছেলেকে কিব দিয়ে কোনো মেয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে এরকম খবর কেন যে পাই না, ছবিও দেখি না! কিংবা চার পাঁচজন মেয়ে কোনো ফিচেল ছেলেকে কান ধরে গুঁবস করাচ্ছে। (যেহেতু ছেলেরাই ফিচেল হয় বেশি!) নাটক সিনেমায় মাঝে-মাঝে এরকম দৃশ্য থাকলেও বাস্তবে বিরল। আমাদের সময় স্কুলে ড্রিল ক্লাস হতো একটা। এখন স্কুলগুলোতে মাঠই নেই তো ড্রিল ক্লাস কী মার্শাল আর্টের ক্লাস! কিন্তু প্রতিটি স্কুল-কলেজে এ বিষয়ে একটা ক্লাস রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন যে অবস্থা তাতে ভীষণ জরুরি আত্মরক্ষার কৌশল জানা। বেশি না, দুয়েকটি কৌশল রপ্ত করতে পারলেও ছোটখাটো বিপদগুলো মোকাবেলা করা যায়।

আজকাল প্রচার ছাড়া কোনো কিছুই জমে না। এতদিন তো এটাই প্রচারিত ছিল যে মেয়েরা দুর্বল! আসলে বিষয়টা যে মোটেই তা নয় সেটা তো আমাদের বোঝা হয়ে গেছে। তাই এখন সময় এসেছে প্রচারটাকে উল্টে দেয়ার। মেয়েরা ইচ্ছে করলেই এই আক্রমণ ঠেকাতে পারবে এই ধারণাটা তাদের মগজে প্রথমে ঢোকাতে হবে। ছেলেবন্ধু, প্রেমিক কিংবা আশপাশের ছেলেরা যেন সবাই জানতে পারে যে এই মেয়েটি দুর্বল নয়। আঘাত করলে প্রতিহত করার মতো ওর মনোবল ও শক্তি দুটোই আছে। মেধা তো আছেই। ব্যস, ওতেই অনেক কাজ হবে। কোনো ছেলে বা পুরুষ কোনো মেয়ে বা নারীকে অপমান করার আগে একশবার ভাববে। একটু বড় হয়ে ওঠার পর থেকেই মেয়েদেরকে মার্শাল আর্ট শেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এতে তার শারীরিক ও মানসিক দুটোই শক্ত অবস্থান তৈরি করে নেবে। এই জগৎ সংসার নারীর ওপরেই অনেকটা নির্ভরশীল। আগে তাকেই তো শক্ত হতে হবে। শুধু মায়া মমতার বেড়া জালে আটকে থাকলে তার কোনো কল্যাণ নেই। ■